

কুম্ভক

চিত্র-পরিবেশক—

ব্রীতেন এণ্ড কোং,

৬৮, ধর্মতলা, কলিকাতা।

১৬-১-এ বিডম ষ্ট্রীট, কলিকাতা বি, নান (পাবলিসিটি এজেন্ট) কর্তৃক প্রকাশিত



— কালী কিল্মসের —

সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য



শ্রীপ্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর

প্রযোজনায়

মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষের

— প্রফুল্ল —

— ৩ —

সুদূরের প্রিয়া

শিল্পী-সঙ্ঘ ও সংগঠনকারী ।

১৯৩০

কথা ও কাহিনী—মহাকবি ৩ গিরিশচন্দ্র ঘোষ

প্রযোজক—প্রিয়নাথ গাঙ্গুলী

পরিচালক—তিনকড়ি চক্রবর্তী

সুরশিল্পী—কৃষ্ণচন্দ্র দে

শব্দযন্ত্রী—মধুসূদন শীল, এম্, এম্, সি

ঐ সহকারী—

জগদীশ বসু, সমর বসু ও যতীন দত্ত

১৯৩০

মদন ঘোষ—

যোগেশ চৌধুরী

সাধক—

বিনয় গোস্বামী

বাদক—

শেফালিকা

উমাসুন্দরী—

নগেন্দ্রবাবা

জ্ঞানদা—

প্রভা

প্রফুল্ল—

রানীবালা

জগমণি—

হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)

মাতালনী—

রাজলক্ষ্মী

বাড়ীওয়ালী—

চূণিবালা

যোগেশ—
তিনকড়ি চক্রবর্তী

রমেশ—
অহীন্দ্র চৌধুরী

সুরেশ—
শৈলেন চৌধুরী

শিবনাথ—
জহর গাঙ্গুলী

পীতাম্বর—
শীতল পাল

দেওয়ান—
তারাকুমার ভাছড়ী

কাঙালীচরণ—
নরেশ মিত্র

ভজহরি—
জীবন গাঙ্গুলী

ইন্স্পেক্টর—
শৈলেন চট্টোঃ

১৯৩০

আলোক চিত্র-শিল্পী—ননী গোপাল সান্ন্যাল

ঐ সহকারী—

শ্যামদাস মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দচন্দ্র গাঙ্গুলী

রসায়নাগারাদক্ষ্য—কৃষ্ণকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়

ঐ সহকারী—গোপাল গাঙ্গুলী, শৈলেন ঘোষাল

সুশীল গাঙ্গুলী, ননী চ্যাটার্জী

চিত্র-সম্পাদক—বৈষ্ণবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঐ সহকারী—

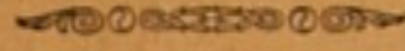
বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ গাঙ্গুলী

শিল্প-নির্দেশক—পটেশ চন্দ্র বসু (পটল বাবু)

১৯৩০



সুদূরের প্রিয়া



রচয়িতা—অজয়কুমার ভট্টাচার্য্য

পরিকল্পনা ও গীত—কুমার শচীন দেববর্শ্মণ



সুরযন্ত্রীবৃন্দ—

থগেন্দ্রনাথ দে
অমলমোহন রায়
বিমল মজুমদার



(গান)

তুমি নি আমার বন্ধু,

আমি নি তোমার বন্ধুরে।

দিনের সুরজ তুমি আমার রাতের চন্দ্রলেখা,
অঁধার নামে আমার চোখে না পাই যদি দেখা।

তুমি নি আমার বন্ধুরে—

তুমি হইও বটবৃক্ষ আমি হব লতা,
কাণে কাণে কইব কথা যত ছুঁখের কথা।

তুমি নি আমার বন্ধু,

আমি নি তোমার বন্ধুরে।

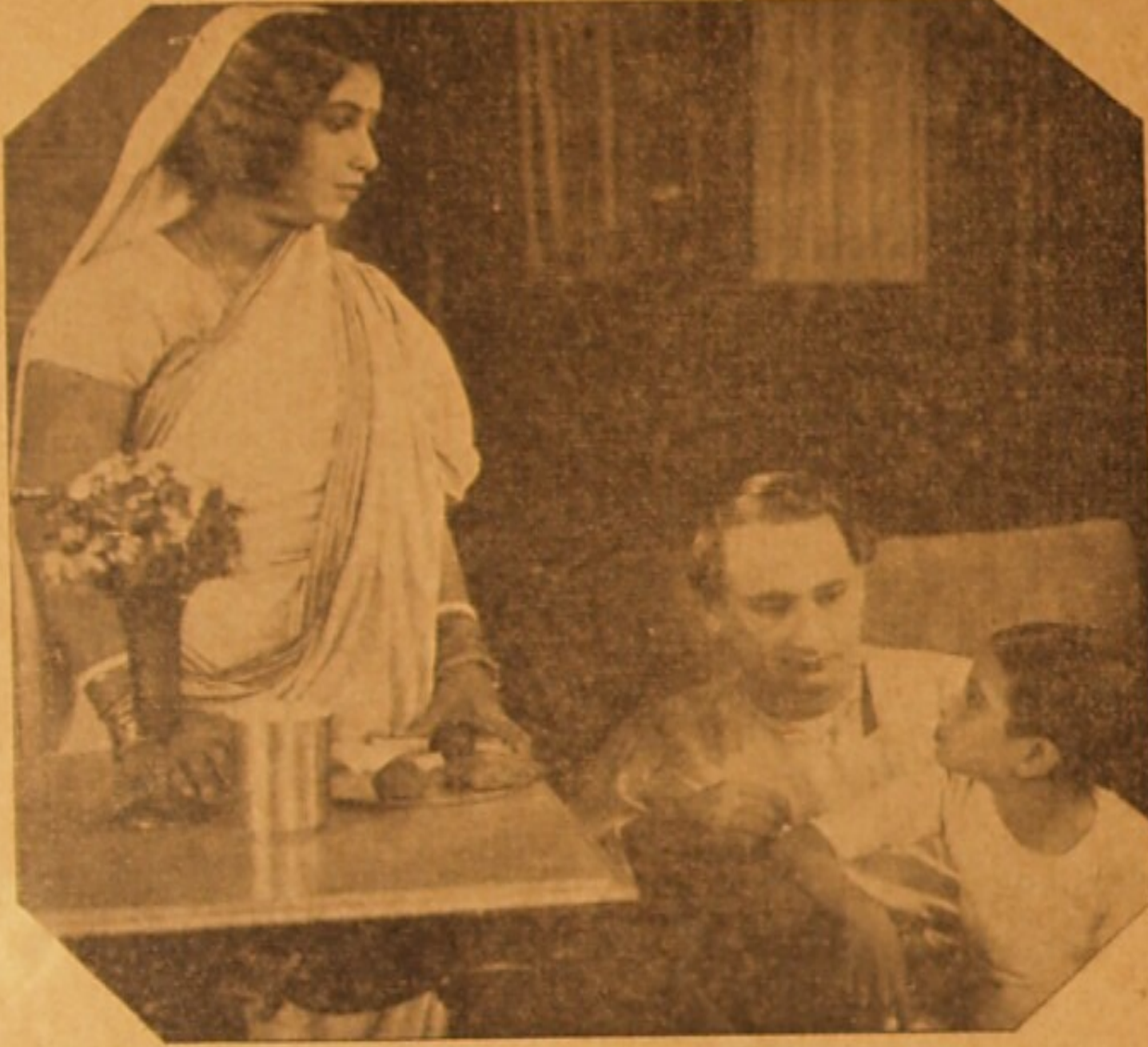
ভোম্বরা হইয়া আইস উইড়া আমি হব ফুল,
মলিন দেইখ্যা চিনবে আমায় না হয় যেন ভুল।

তুমি নি আমার বন্ধু,

আমি নি তোমার বন্ধুরে।



গল্পাংশ



গিন্নী উমাসুন্দরী সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটি বুঝিয়ে বড়-বৌ জ্ঞানদাকে বাড়ীর নূতন গিন্নী করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গোবিন্দ-জীর চরণপ্রাপ্তে উপনীত হবার জন্ম যোগেশকে তাঁহার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া কয়েকটা গরীব ছুখীকে কিছু দান করিবার জন্ম জিদ ধরিলেন। পুত্র যোগেশ— মাতৃ আজ্ঞা পালনে সম্মতি দান করিলেন। শুধু তাই নয় মাতা বর্ধমানের স্বোপার্জিত বিষয় আশয় সমান তিন অংশে ভাগ করিয়া দিবার মানসে ও দেবোত্তর বাড়ী মায় পঞ্চাশ হাজার টাকার সুদ হইতে অনাথা গৃহস্থদের শাকান্ন পরিবেশনের

জন্ম স্বো-অর্থে প্রতিপালিত ও এটনি বিদ্যা শিক্ষা প্রদত্ত ভ্রাতা রমেশকে ইহার Trustee নিযুক্ত করিয়া একটা দলিল তৈয়ার করিবার ছকুম দিলেন। ভাগা বাটোয়ারা কার্য সমাধা করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রম লাঘবের জন্ম তিনি সবে মাত্র একটু রঙিন সুধা পান করিয়াছেন—এমন সময় সরকার পীতাম্বর কাঁদতে কাঁদতে এসে বললে বাবু—বাবু—ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে—দি ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হয়েছে—

এই অলুক্ষণে খবর শুনে যোগেশের সুখের নেশা টুটে গেল—সংসার ঘোর অন্ধকারময় মনে হল— তিনি আবার মদ ঢেলে খেতে আরম্ভ করলেন। বয়াটে ছোট ভাই সুরেশ ভ্রাতার অল্প ধ্বংসে ইয়ারকী মারতে গিয়েছিল, টাকার টানে বাড়ী এসে যখন শুনলে তার বড়দাদার সর্বনাশ হয়েছে—তাদের যথা-সর্বস্ব উচ্ছ্বা যেতে বসেছে তখন বড়দাদার মঙ্গল কামনায় একটা মন্ত্রপূত মাতুলী আনিবার নাম করে মেজ-বৌ প্রফুল্লের নিকট হইতে তাহার পরিত্যক্ত ছইটা সোনার মাকড়ী চেয়ে নিয়ে মেজ ভায়ের কাছে সাধু সাজিবার জন্ম বৌদিদির মাকড়ী ছটা অন্নদা পোদ্দারের দোকানে ১০ টাকায় বাঁধা রেখেছে একথা লিখে রেখে গেল।

মেজ ভাই রমেশ নূতন অফিস খুললেন। তার মনের মতন চাকরও জুটে গেল। একটা কাঙ্গালীচরণ—ইনি দ্বি-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত আর্টিকেল ক্লার্ক আবার ডাক্তার প্রায় সব রুগীই ইহার হাতে মারা যান। বহুরূপী জগমনি ইনি মেয়ে কি মর্দ চেনবার উপায় নাই। ইনি চাপরাশীর কাজ করেন। এমন ছটা রত্ন পেয়ে তিনি অন্নদাতা বড় ভাইয়ের ছুসময়ে তাঁর বিষয়টা ফাঁকি দিবার ফন্দি আঁটলেন। যেমন ভাবা—তেমনি কাজ—দাদা যোগেশকে স্বহস্তে কার্য সিদ্ধি কল্পে সুরাদেবীকে প্রদান করিয়া তাঁর বিষয়টা নিজের নামে Mortgage সহি করিয়ে নিয়ে, নিজের কাজ সাফাই দেখে নিজেই হাসছিলেন ; তখন ব্যাঙ্কের

দেওয়ান এসে খবর দিলেন “The Bank may recover”। রমেশ বাবু, আপনার দাদাকে এই সুখবর দেবেন It is almost certain That we will recover।

এই খবর শুনে রমেশের মাথায় আবার ছবুঁকি জাগল—ছোট ভাই সুরেশকে Bankএর টাকা ফাঁকি দেবার ইচ্ছা হলো—ব্যাপারীদের ফাঁকি দেবার অভিসন্ধি জাগল।

কান্দালীচরণের পরামর্শ নিয়ে সুরেশকে জেলে ধরিয়ে দিলেন। দেবতুল্য বড় ভাইকে রোগের বিকারে কান্দালীচরণকে দিয়ে ওষুধের নাম করে উৎকট মদ খাইয়ে, মা ও বড় ভাইকে ফুসলিয়ে ফাসলে দাদাকে মত করে সমস্ত সম্পত্তি বেনামীর লোভ দেখিয়ে নিজের নামে রেজেষ্ট্রী করিয়া নিলে।

পরে ভাইকে “মাতাল” বলে, গৃহের



লক্ষ্মী জ্ঞানদা, আলালের ছলাল যাদবকে গৃহ হারা লক্ষীছাড়া করে জনমের মত বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিল।

বুড়ী মা সুরেশের জেল প্রাপ্তি সংবাদে পাগল হয়ে গেল। পীতাম্বর প্রভুকে প্রতি-নিবৃত্ত করিতে গিয়া নিজের মাথা ফাটাইয়া ঘরে বসিয়া রহিল।

এদিকে মাতাল যোগেশ স্ত্রীর গহনা বেচা টাকা কড়ি যাহা ছিল মদ খেয়ে সব উড়িয়ে দিলে। একটা ছোট লোকের বাড়ীতে থাকত, প্রায় অনাহারে দিন যেত। জ্ঞানদা তার স্বামীকে শোধরাতে না পেরে হাল ছেড়ে দিল। কেবল যাদবের মুখের দিকে চেয়ে আবার বুক বেঁধে ঘরের শেষ

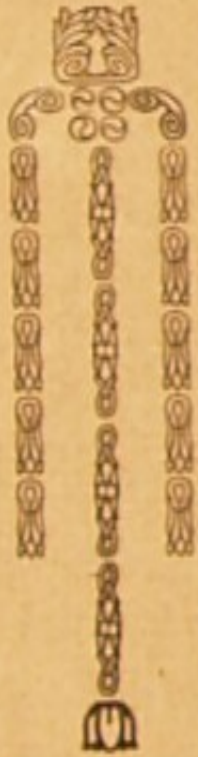


কাছে এসে এ বাণীও শোনাল ।

সম্বল বাসন বাঁধা দিয়ে ঘরের ভাড়ার জন্ত ৩ টাকা জোগাড় করেছিল তাও স্বামী কাড়িয়া লইয়া গেল । যোগেশকে বাধা দিতে গিয়ে, নিজেদের ছুঃখের কাহিনী শোনাতে গিয়ে, ছেলেটা আধ-

চুপ!

পেটাওখাইতে পায়না বোঝাতে গিয়ে, জ্ঞানদা স্বামীর কাছ থেকে পদাঘাত খেয়ে যখন অচেতন হয়ে পড়েছিল ; তখন বাড়ীওয়ালী ভাড়ার তাগাদা দিতে আসিয়াছে—অভুক্ত পুত্র যাদব ভাত খাইতে আসিয়াছে—এমন সংস্থান নাই যে এক পয়সার মুড়ি কিনে খেতে দেয়, উঃ ! মা হয়েও জ্ঞানদাকে তাও সহিতে হইল । পয়সার অভাবে ঘর ছেড়ে গাছতলায় আশ্রয় নিতে হলো এমন কি যোগেশ পিতা হয়ে পুত্রের খাবার কিনিবার প্রফুল্ল দত্ত মাত্র ৪ আনা পয়সা পর্য্যন্ত কেড়ে নিয়ে মদ খেতে চলে গেল । পুত্র যাদব কাঁদতে কাঁদতে মায়ের





এখন আপনারা স্বচক্ষে
 রূপালী পর্দায় জ্ঞানদার
 করুণ মৃত্যুচ্ছবি—জেল
 প্রত্যগত সুরেশের ভ্রাতা
 যোগেশের শেষ সম্বল
 একমাত্র বংশের প্রদীপ
 যাদবকে বাঁচাবার আশ্রয়
 চেপ্টা, নবপিশাচ রমেশের
 সতীলক্ষ্মী স্ত্রী প্রফুল্লের
 আক্ষেপ করিতে কারতে
 স্বামী হস্তে প্রাণ বিসর্জন
 —মুমূর্ষু যাদবের করুণ
 বিলাপধ্বনি কেমন করে
 আবার বৃদ্ধা মাতার সম্মুখে
 তিন ভাইকে একত্রিত
 করেছিল তারই প্রতিচ্ছবি
 দেখতে পাবেন।





সঙ্গীতাংশ ।



খেমটা-ওয়ালীদয়ের গীত ।

(ও আমার) ঘরে থাকা এই চোটে মুস্থিল ।
 ড্যাগরা নাগর বরণ ছ-পোড়, বদনখানি বাদার বিল ॥
 মরি কি আকা বাকা, চেপ্টা নাকে নয়ন ঢাকা,
 আকর্ণ হাঁ, ছ' মেড়ে ফাঁকা ;
 গস্তে গেছে বাছার দাড়ী, উল্টো ঠোটে মজায় দিল ॥



মাতাল্নীর গীত

মা, তোমার এ কোন দেশী বিচার ।
 আমি কেঁদে বেড়াই পথে পথে, দেখা দাওনা একটা বার ॥
 মদ খেয়ে বেড়াস্ মেয়ে, কে জানে কেমন মেয়ে,
 কোলের ছেলে দেখলিনি চেয়ে,
 আমিও মাতবো মদে, মা ব'লে ডাকবো না আর ॥

জটনক লোকের গীত

মন আমার দিন কাটালি, মূল খোয়ালি
 ভাল ব্যাসাত ক'রলি ভবে ।
 একলা এলে একলা যাবে, মুখ চেয়ে কার ঘুন্ছ তবে ?
 কে তুমি বলছো আমি, দেখ্ ভেবে আর ভাব্বি কবে ?
 ভাদবে মেলা, ঘুন্বে খেলা, চিতার ছাই নিশানা রবে !



For —

CINEMA SLIDES & PROGRAMMES ADVERTISEMENT

CONSULT :

B. NAN (Advertising Consultant)

16/1A, BEADON STREET, CALCUTTA

PHONE B. B. 3234

Apply for —

SLIDE ADVERTISEMENT AT
“UTTARA” & “SAREE”

IN NORTHERN CALCUTTA

Sree Publicity Service (Sole Agent)

147B, DHARAMTOLLA ST., CALCUTTA

PHONE CAL. 1698

For Collapsible Gates Wrought Iron Gates & Grilles.

RING UP B. B. 3234

Manufacturers :—

PARIS

COLLASIBLE GATE

COMPANY.

16-1-A, Beadon Street, CALCUTTA.

